তারিখ 17 JUL 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

কালের কণ্ঠ

শিক্ষা প্রশাসনে চরম অব্যবস্থাপনা

ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রীর নোট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষা প্রশাসনে চরম অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে। অযোগ্য কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে বসে রয়েছেন উচ্চ পদে। কলেজের শিক্ষক হয়েও অনেকে যুগের পর যুগ শিক্ষা প্রশাসনে চাকরি করছেন। বদলি-পদায়নসহ বিভিন্ন কাজ ঘুষ ছাড়া হয় না। শিক্ষক এমপিওতে লাগছে আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা। শিক্ষার প্রকল্পগুলোও নির্ধারিত টাকা খরচ করতে পারছে না। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই ভাগ হওয়ায় কাজের গতিও কমে এসেছে। কয়েকজন কর্মকর্তার হাতে জিম্মি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর। সব মিলিয়ে শিক্ষা প্রশাসনে স্থবিরতা নেমে এসেছে।

গত ২৮ জুন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও নানা বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অনানুষ্ঠানিক নোট দিয়েছেন। তিনি নিজেও মন্ত্রণালয়ের সীমাবদ্ধতা,

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রীর নোট

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ভুল-ত্রুটি, ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। এই নোটে গত আট বছরের বেশি সময়ের মতো বাকি সময়টায়ও সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রত্যেক উইং, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা, প্রকল্পের প্রধানদের আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁর দপ্তরে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দিতে বলেছেন মন্ত্রী। একই সঙ্গে সবাইকে আরো গতিশীল হতে বলেছেন। আর শিক্ষা প্রশাসনের ১৫টি দপ্তরকে কার্যকর ও পরিবর্তন আনা জরুরি বলে নোট দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

জানা যায়, আগে শিক্ষক এমপিও পেতে শুধু মাউশি অধিদপ্তরে ঘুষ দিতে হতো। কিন্তু ২০১৫ সালে এমপিও বিকেন্দ্রীকরণের পর একজন শিক্ষককে এমপিও পেতে কমপক্ষে চার জায়গায় ঘুষ দিতে হয়। ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার নিচে কোনো শিক্ষকের পক্ষে এমপিও পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও ৯ অঞ্চলের আঞ্চলিক উপপরিচালকরা (ডিডি) এই ঘুষ বাণিজ্যের অন্যতম হোতা। এ ছাড়া ঘুষ দিতে হয় স্কুলের কেরানি ও জেলা শিক্ষা অফিসারকে। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর নোটে এ জন্যই এমপিওর সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন। নোটে আঞ্চলিক পরিচালক, উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মূল কাজ জানতে চেয়েছেন। কাদের গাড়ি আছে, তাঁরা কী কী সুবিধা পান, তাঁদের পদায়ন হয়েছে কিভাবে এবং কোন পদ থেকে তাঁরা পদোন্নতি পেয়েছেন তা জানতে চেয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এসব কর্মকর্তার দায়িত্ব, কাজ এবং পদমর্যাদা কী, নিয়োগ পদ্ধতি কী, কোনো নীতিমালা আছে কি না তা নোটে জানতে চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভাগ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা কত, পদ শূন্য আছে কি না, কোথায় কত পদ শূন্য—এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে জানাতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া দুর্নীতি, অনিয়ম, শিক্ষক হয়রানির কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে যেকোনো স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নোটে বলা হয়েছে।

জানা যায়, শিক্ষামন্ত্রীর এই নোটের পর নড়েচড়ে উঠেছেন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসাররা মাঠপর্যায়েই এমপিও রাখতে কয়েক কোটি টাকার ফান্ড সংগ্রহে নেমেছেন। এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাউশি অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার একজন উপপরিচালক ও একজন সহকারী পরিচালক। এ ছাড়া গত মঙ্গলবার দেশের সব জেলা কর্মকর্তাকে নিয়ে মাউশি অধিদপ্তর এক সভা করেছে। সেখানেও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের নানা অনিয়মের চিত্র উঠে আসে।

নোটে আরো বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে ভাগ করার সময় থেকে কাজের গতি শ্লথ হয়ে গেছে। কারো কারো মনে ক্ষোভ-হতাশাও বিরাজ করছে। সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বসার রুম বা জায়গা নেই। কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগে স্থানাভাব বড় সংকট। অনেক চেষ্টা করেও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, বিদেশ যাওয়া প্রভৃতি একটি নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে স্থির করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব একই সঙ্গে কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদও দখল করে রেখেছেন। এ ছাড়া অন্য ক্যাডার থেকে আসা একই বিভাগের একজন উপসচিব অতিরিক্ত সচিবের সঙ্গে মিলে পুরো কারিগরি শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছেন। অন্য কর্মকর্তাদের এখানে ভূমিকা নেই বললেই চলে। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিবই হচ্ছেন ওই বিভাগের সব কাজের হর্তাকর্তা। ফলে অসন্তোষ দিন দিন চরম আকার ধারণ করছে।

মন্ত্রীর নোটে বলা হয়েছে, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ১৫টি দপ্তরকে কার্যকর ও পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পুনর্গঠন ও কার্যকর করা জরুরি। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিকে নতুন পরিস্থিতির দাবি পূরণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষকে কার্যকর করতে হবে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে পরিবর্তন আনা জরুরি। মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রয়োজন। ১০ শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক পর্যালোচনা করে কার্যক্রম উন্নত করতে হবে।

শিক্ষার প্রকল্পগুলোর বিষয়ে বলা হয়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকল্প বাস্তবায়নে তিন থেকে চারটি প্রকল্প নির্ধারিত অর্থ ব্যয় করতে বড় ধরনের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এমনকি নির্ধারিত সময়ে টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয়—এ তথ্যটিও কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে জানায়নি। যাঁরা গত অর্থবছরের কাজ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে বিদায়ী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় চলতি অর্থবছরের প্রস্তুতি নিতে হবে।

তবে নোটে শুধু শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা ও তাঁর টিমকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। কারণ ইইডি তাঁদের প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্ধারিত অর্থ ব্যয়ের পর বিশেষ উদ্যোগে আরো ১০০ কোটি টাকার বাড়তি কাজ করেছেন।

নোটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বলা হয়েছে, কোন কোন শিক্ষক প্রাইভেট-কোচিং করান তাঁদের তালিকা তৈরি করতে হবে। স্থায়ী কোচিং বাণিজ্য সেন্টারের নাম, ঠিকানা ও মালিক-পরিচালকের তথ্য বের করতে হবে। কোন কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য সেন্টারে পড়ান তাঁদের তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। দুর্নীতি, প্রশ্ন ফাঁস, টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেওয়া, ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট-কোচিংয়ে বাধ্য করা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য কর্মসূচি ও করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

এসব বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তাঁর নোটে আমাদের যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবেই আমরা কাজ করছি। মঙ্গলবার জেলা শিক্ষা অফিসার ও তদূর্ধ্ব ১২৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে বৈঠক করেছি। এমপিওতে যাতে কোনো দুর্নীতি না হয় সে ব্যাপারে আমরা সজাগ রয়েছি। এর পরও মাঝেমধ্যে অভিযোগ পাওয়া যায়। আমরা ব্যবস্থা নিই। তবে আমরা সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতে চাই। এ জন্য যা করার দরকার তা করব।'